যুগান্তর

08 MAR 2017

শিক্ষার আলো ছড়াচ্ছেন মাধুরী

আজহারুল হক, *নবাবগঞ্জ*

কোথাও খোলা উঠানে চাটাই পেতে। আবার কোথাও কারও বাড়ির বারান্দায়। ৫০ বছর ধরে বিনা পারিশ্রমিকে এভাবেই শিক্ষার আলো ছড়াচ্ছেন সদালাপী ও সাদা মনের মানুষ মাধুরী বণিক। তার কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে পাইলট, চিকিৎসক, জনপ্রতিনিধিসহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন অনেকেই। তাছাড়া শিশু, নারী ও প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার প্রসারে তার মা ও শিক্ষা কেন্দ্রগুলো আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে স্বমহিমায়।

জানা যায়, ১৯৬৮ সালে ছাত্রজীবন থেকে সুবিধাবঞ্চিত নারী ও শিশুদের অক্ষরজ্ঞান দান করে আসছেন মাধুরী বণিকের ফ্রি স্কুলে। মূলত ৩ থেকে ৫ বছর বয়সী শিশুরাই তার স্কুলের শিক্ষার্থী ছিল। বর্তমানে তিনি কলাকোপা ও যন্ত্রাইল ইউনিয়নের ৩টি স্কুলে ১৯ জন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী এবং ১৩০ জন নিরক্ষর মা ও শিশুকে শিক্ষা দান করছেন। শিক্ষার্থীদের আদর্শ মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠাই তার মূল উদ্দেশ্য। তার শিক্ষা পদ্ধতিও বেশ শ্রুতিমধুর। ক্লাসের শুরুতেই শেখান জাতীয় সংগীত ও জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং শরীর চর্চা। দেশের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, গুরুজনদের সম্মান করার শপথ তার নিত্যদিনের ক্লাসের একটি অংশ। এছাড়া শিশুদের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করতে বিস্কুট, চকোলেটসহ নানা পুরস্কারও থাকে। সপ্তাহের বৃহস্পতিবার খেলাধূলার ব্যবস্থা রয়েছে। এতে বিজয়ীদেরও বিশেষ পুরস্কার দেন নিজের টিউশনির উপার্জন থেকে। তাই তার স্কুলের শিক্ষার্থী নারীরা তাকে নারী আন্দোলন প্রতিষ্ঠার নেত্রী বলে অভিহিত করেন।

কলাকোপা ইউনিয়নের পানালিয়া গ্রামের 'মা' শিক্ষার্থী মিনু আক্তার বলেন, আমার পার্শ্ববর্তী গ্রামেই দিদির (মাধুরী বণিকের) বাড়ি। তাকে আমি মায়ের মতো দেখি। কারণ তিনি নিজের মায়ের মতো ব্যবহার করেন। ছেলে আর আমি দু'জনেই তার শিক্ষার্থী। ক্লাসে নিজে পড়ি ছেলেকেও পড়াই। তার শিক্ষা পদ্ধতি আমার খুব ভালো লাগে। অল্প ক'দিনেই আমি নিজের নাম লিখতে শিখেছি। এখন ছেলে আর আমি দু'জন ভালো ছাত্র।

মাধুরী বণিকের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, তিনি ব্যক্তিগত জীবনে অবিবাহিত। তার বর্তমান বয়স ৬২ বছর। ১৯৭৭ সালে দোহার নবাবগঞ্জ কলেজ থেকে ডিগ্রি পাস করেন। ছাত্রজীবনে তিনি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের মহিলাবিষয়ক সম্পাদিকা ছিলেন। ছাত্র থাকাকালীন ১৯৭০ সালে তিনি নারী আন্দোলন শুরু করেন। সে সময়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন নারী সংগঠন নবাবগঞ্জ উপজেলা মহিলা সংঘ। তিনি সে সময় থেকে আজ পর্যন্ত সংগঠনের আজীবন প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তিনি অস্ত্র সংরক্ষণের কাজ করেছেন। তবুও তিনি মুক্তিযোদ্ধার সনদ গ্রহণ করেননি। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ঘূর্ণিঝড়, প্রকৃতিক দুর্যোগসহ নানা সামাজিক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন। তাছাড়া সামাজিক সচেতনতায় যৌন হয়রানি ও বাল্যবিয়ে প্রতিরোধ আন্দোলনে গ্রামে গ্রামে সভা করেছেন।

তিনি বর্তমানেও দুর্নীতি দমন কমিশনের উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সহ-সভাপতি, মহাকবি কায়কোবাদ মুক্ত স্কাউট গ্রুপের সহ-সভাপতি, আনন্দধারা ললিত কলা একাডেমির উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ নবাবগঞ্জ উপজেলা শাখার সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। এত ত্যাগের সম্মান তিনি পাননি তা নয়। ২০১৫ সালে সামাজিক কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ নবাবগঞ্জ উপজেলায় শ্রেষ্ঠ জয়ীতা পুরস্কারে ভূষিত হন তিনি।